দৈনিক খবর

তারিখ ... 02 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

33

## প্রসঙ্গঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের পিতা। আমার চিন্তা-আমার পুত্রের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ। বিত্তবান ও ভাগ্যবান অন্যান্য অভিভাবকের ন্যায় আমি আমার পুত্রের বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ নিজ খরচে কল্পনা করতে পারি না।

স্বভাবতই দেশের বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট মনকে দারুণভাবে পীড়া দেয়। গত ১৭-৯-৯১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেড় মাস বিরতির পর ক্লাস শুরু হয়। আমি বিশেষ উৎকণ্ঠার সাথে পুত্রের কাছে তার ক্লাসের খবর নেই। গতকাল রুটিন মোতাবেক তার দু'টি ক্লাস ছিল। একটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। অপরটি শিক্ষকের অনুপস্থিতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমার পুত্র এ সম্বন্ধে কিছু জানাতে আগ্রহী হয় না। জেদাজেদির পর জানতে পারি যে, শিক্ষকের অনুপস্থিতির জন্য ক্লাস না হওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা। এত বন্ধের (নির্ধারিত ও অনির্ধারিত) পরও যে সামান্য কয়েকদিন ক্লাসের সুযোগ থাকে- যেখানে শিক্ষকদের এত বেশী অনুপস্থিত কি যেনে নেয়া যায়? খবর নিয়ে জানা যায়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শিক্ষকই অন্যান্য কাজ যেমন কনসালটেন্সি, নোট বই লেখা ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, তাঁরা নিয়মিত ক্লাস নিতে পারেন না। এ ব্যাপারে ছাত্ররা উচ্চবাচ্য করতে পারে না। তাদের ভবিষ্যৎ পরীক্ষার ফল এই সমস্ত শিক্ষকের হাতেই নির্ভর করে।

আমার জিজ্ঞাসা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি এ সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন? শিক্ষকের অহেতুক ব্যস্ততা ও প্রায়শঃ অনুপস্থিতি ও ক্লাস বর্জন- এ সমস্ত সম্বন্ধে কি নীরব থাকবেন?

জনৈক অভিভাবক
নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।